উপন্যাস

কুষ্টিয়ায় কিছুক্ষণ

ফরিদুর রেজা সাগর

ক্লাসে বসে পরীক্ষা দিতে আমার খুব একটা ভালো লাগে না। কিন্তু ভালো না লাগলেও অনেক কিছু করতে হয়।

পরীক্ষা ব্যাপারটা তেমনই। ভালো না লাগলেও পরীক্ষা দিতেই হবে। আর শুধু দেয়া নয়, পরীক্ষায় ভালো ফলও করবে হবে। পরীক্ষায় ভালো ফল করার জন্য সারা বছর পড়াশুনা করতে হয়। সারা বছর পরীক্ষার জন্য পড়াশুনা করা- তারপরও তিন ঘন্টা বন্দী হয়ে পরীক্ষা দিতে মোটেই ভালো লাগে না। কিন্তু কখনো কখনো পরীক্ষার মতো কিছু বিষয়ে বেশ উৎসাহ মনের মধ্যে পাওয়া যায়। যেমন একটু পর আমি যে পরীক্ষা দিতে বসব তার জন্য আমি যে শুধু তৈরি তাই নয় রীতিমত মনে মনে উত্তেজিত হয়ে আছি; কখন আবার পরীক্ষা শুরু হবে।

ছোট্ট শহর কুষ্টিয়ায় খুব বড় হোটেলে নেই। হোটেল চান তারা নামের এই আবাসিক হোটেলটাই

শহরের সবচেয়ে ভালো হোটেল। হোটেল ওঠার সময় ছোটকাকু বলেছিলেন, চান তারা থেকে চানটা বাদ দিয়ে তারার ইংরেজি করে নিলেই হয়।

সেটা কি রকম?

তারার ইংরেজি মানে স্টার। ধরে নিলাম আমরা কোনো 'স্টার' হোটেলে উঠেছি। তাহলেই দেখবে মনটা বেশ ফুরফুরে হয়ে গেছে।

ছোটকাকু বললেন বটে কিন্তু রুম দেখে মোটেই সে রকম ভবতে ইচ্ছে হলো না। ছোটকাকু আমার অবস্থা দেখে বুঝতে পারলেন আমার মনের অবস্থা। বললেন,

মন খারাপ করার কিছু নেই। কয়েকদিনই মাত্র থাকা। বিকেল বেলা নিউমার্কেট থেকে নতুন চাদর বালিশের কাভার আর টাওয়েল কিনলেই দেখবে ঘরটা কেমন ঝকঝকে হয়ে গেছে।

আমি কিন্তু আমার কথা ভাবছি না ছোটকাকু।

তবে-

আমি ভাবছি শরীফ সাহেবের কথা। তিনি এ রকম কামরায় থাকবেন তো?

আরে যেখানে আপনারা থাকতে পারেন সেখানে এই শরীফ সিঙ্গাপুরী ঠিকই থাকতে পারবেন।

কথাটা বলে শরীফ সাহেব ছয় নম্বর কামরার চাবিটা ঘুরিয়ে দরজটা খুলতেই কান্ডটা ঘটল। সজোরে একটা ঘুষি এসে পড়ল শরীফ সাহেবের মুখে। 'ওরে বাবা' বলে শরীফ সাহেব গালে হাত দিলেন। কামরা থেকে ততোক্ষণে বেরিয়ে এসেছে ইয়া ষন্ডামার্কা এক লোক।

ছোটকাকু ঝট করে লোকটার সামনে দাঁড়ায়। ছোটকাকুর মুখের ভঙ্গিটা তখন এমন যে, যে কোনো লোকই বাধ্য হবে তার সামনে দাঁড়াতে। ফলে ষন্ডামার্কা লোকটা একটু হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

ছোটকাকু খুব গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এভাবে লোকটিকে মারলেন কেন?

আমার কামরায়, আমার রুমে লোকটা না বলে ঢুকছে আমি মারবো না?

সে কি কথা!। চাবিটা তো আমি নিয়ে এলাম রিসেপশন থেকে।

সেটা আপনার ব্যাপার। আপনি আমার রুম বিনা অনুমতিতে খুলেছেন, আমি আপনাকে পুলিশে দিতে পারি।

পুলিশের কথা বলবেন না। আপনি আমাদের একজনকে মেরেছেন। এই ব্যাপারে দুজনে সাক্ষী দিয়ে আপনাকে এখনই হাজতে দিতে পারি।

আপনি জানেন আমি কে?

সেটা জানার দরকার নেই। ভবিষ্যতে ধরনের ব্যবহার করবেন না।

ছোটকাকু এমন গম্ভীরভাবে কথাটা বললেন যে ষন্ডামার্কা ভদ্রলোকটি আর কোনো কথা বললেন না। সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। ও দিকে সিঁড়ি দিয়ে তখন ধড়মড় করে উঠে আসছে একটু আগে দেখা রিসিপশনের তালপাতার সেপাই লোকটি। সিঁড়ি থেকেই আমাদের চারজনের অবস্থা দেখে সে বুঝে ফেলেছে গন্ডগোল যেটা হওয়ার হয়ে গেছে। সিঁড়ির ওপরেই প্রথম তার সামনে পড়ল ষন্ডামার্কা লোকটি। হাতজোড় করে তালপাতার সেপাই রিসেপশনিস্ট বললো,

- স্যার ঠিক আছেন তো?

- আমি ঠিক আছি। এদেরকে বলবে ভবিষ্যতে যেন আমার সঙ্গে আর বেয়াদবী না করে। কাদেরকে যে হোটেলে জায়গা দাও?

গটগট করে লোকটি নিচে নেমে যায়। রিসেপশনের ছেলেটা উপরে এসে শরীফ সাহেবের দিকে একটা চাবি বাড়িয়ে বলে,

- স্যার ভুল হয়ে গেছে।

ওদিকে শরীফ সাহেব হঠাৎ করে একটা ঘুষি খেয়ে বোকা হয়ে গেছিলেন। আমি দিব্যি দেখতে পাচ্ছি, শরীফ সাহেবের গালের একটা দিক ফুলে উঠেছে। আমি হলে যার ভুলে এই অবস্থা তার গালে এরকম দুটো সুপারি ভরে দিতাম। কিন্তু শরীফ সাহেব নির্বিকারভাবেই লোকটার হাত থেকে চাবিটা নিলো। আমি বুঝতে পেরেছি আপনি দু'নম্বর ঘরের চাবির বদলে ভুলে নয় নম্বর ঘরের চাবি দিয়ে দিয়েছেন।

ঠিক তাই।

-রিসেপশনের তালপাতার মত পাতলা লোকটি অবাক হয়ে শরীফ সাহেবের দিকে তাকায়।

-স্যার আপনার তো অনেক বুদ্ধি।

-হতের ইশারায় শরীফ সাহেব রিসেপশনের লোকটিকে বলল, লোকট সিঁড়ি দিয়ে নামতেই শরীফ সাহেবের মুখ দিয়ে গোঙানির মতো একটা শব্দ বেরিয়ে এলো। বাইরের দু'জন লোকের সামনে শরীফ সাহেব ব্যথার কথা বলতে পারছিলেন না। ছোটকাকু বললেন,

-বুঝতে পেরেছি, আপনার বেশ ব্যথা লেগেছে।

-শুধু ব্যথা? যদি ঠিক সময় মতো মুখটা না সরাতাম তাহলে ঘুষিটা লাগতো ঠিক নাকে। আরে যদি নাকে ঘুষিটা লাগত...

আমি বুঝতে পারছি, শরীফ সাহেব এখন এক নাগাড়ে অনেক কথা বলে ফেলবেন। তাই বললাম,

অনেকদিন আগে আমি একটা সিঙ্গাপুরী সিনেমা দেখেছিলাম। সেই ছবির হিরোর মতো প্রায় মুখটাকে করিয়ে নিয়েছেন। সেই জন্যই ঘুষিটা আপনার গালে লেগেছে।

ছোটকাকু তার সঙ্গে যোগ করলেন সে কারণেই হেভিওয়েট ঘুষিটা একেবারেই লাইট হয়ে গেছে। এরপর ছোটকাকু আমার দিকে ফিরে বললেন,

তাছাড়া আমার ব্যাগে একটা মলম রয়েছে। ওটা নিয়ে এসে শরীফ সাহেবকে দাও।

মলমটা সিঙ্গাপুরের তৈরি না হলে কিন্তু আমি ব্যবহার করব না।

এই কুষ্টিয়া শহরে সিঙ্গাপুরে তৈরি মলম আমি কোথায় পাব?

যেটা আছে সেটাই ব্যবহার করুন।

আপনি তো জানেন এই শরীফ সিঙ্গাপুরী সিঙ্গাপুরের জিনিস ছাড়া কিছু ব্যবহার করেন না।

বলেই তিনি আবার ব্যথায় কোঁ করে উঠলেন। বুঝলাম, ঘুষিটা মোটেই আস্তে লাগেনি। তারপরও দেখলাম, শরীফ সাহেব চাবিটা নিয়ে উল্টোদিকে কামরার দরজাটা খুলছেন। এবার অবশ্য যথেষ্ট সাবধানে আগের বারের মতো ঝটপট করে খুললেন না। আমি কামরার দিকে তাকিয়ে দেখলাম। করিডরের দুপাশেরই কামরার নম্বর ছয়। আসলে শরীফ সাহেব যে কামরায় ঢুকছেন তার নম্বর নয়। পিতলের নাম্বার প্লেট উল্টে হয়েছে ছয়। আমি ছোটকাকুর দিকে তাকালাম। ছোটকাকু আমার এ তাকানোর অর্থ বুঝে বললেন,

- তোমার চিন্তার কিছু নেই। তোমার ঘরে তুমি যেতে পারো। আপাতত আর কিছু ঘটবে বলে মনে হয় না।

-যা ঘটে গেলো? এরপর আবার কিছু ঘটলে আমি কুষ্টিয়া থেকে সোজা ঢাকা চলে যাব।

শরীফ সাহেব বললেন কথাটা। এই সময় রিসিপশনের পাতলা তালপাতায় সেপাই লোকটা আবার এসে হাজির। এই সময় ঘরের ভেতর ঢোকার মুহূর্তে লোকটা আবার কেন?

উত্তর তো ওর হাতেই রয়েছে।

আমর কথায় শরীফ সাহেব পাতলা লোকটির হাতের দিকে তাকালেন। লোকটি একটা বাটির মধ্যে কিছু বরফের টুকরো নিয়ে এসেছে। বরফের একটা টুকরো তুলে নিজের গালে ঘষতে লাগলেন শরীফ সাহেব। এতোক্ষণে তিনি কিছুটা ধাতস্থ হয়েছেন। তারপর তালপাতার সেপাই লোকটাকে বললেন,

- তোমার নাম কিহে?

পাতলা, লম্বা, লোকটি খুব সরু গলায় বলল,

-আবুল।

- খুব সুন্দর নাম। তুমি বরং বরফের বাটিটা আমার কামরায় রেখে দাও।

আবুল ছয় নম্বর কামরায় বরফের বাটিটা নিয়ে প্রবেশ করল। শরীফ সাহেব আমার দিকে ফিরে একট হাসি দিল।

-হাসিটার অর্থ কি আমি বলব?

জিজ্ঞেস করলাম আমি।

-বলো।

- আপনি বুদ্ধি করে ঘরের মধ্যে আগে আবুলকে ঢোকালেন। কোন রিস্ক নিলেন না।

আমার মতো একট ঘুষি লাগত গালে তাহলে বুঝতে পারতে রিস্ক নেয়া কাকে বলে।

আচ্ছা এখন আর ফালতু কথার দরকার নেই। আধ ঘন্টা পর নিচের রেস্টুরেন্টে এসো। পুরো রিপোর্টটা আমি সেখানে শুনব।

আমার মনে হয় তারচেয়ে ভালো হবে তোমরা আলাদা করে আমার কামরার এসে ঘটনাগুলোর বর্ণনা দাও।

ছোটকাকুর কাছে কোনকিছুর বর্ণনা দেয়া মানে পরীক্ষা দেয়া । খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নানা রকম প্রশ্ন করবেন তিনি। তবে ছোটকাকুর কাছে পরীক্ষা দেয়া স্কুলের পরীক্ষার মতো ব্যাপার

নয়। বরং ছোটকাকুর কাছে এরকম পরীক্ষা দেয়ার আনন্দই অন্যরকম। রুমে ঢুকতেই মনে পড়ল, কাল সকালেও ঢাকার নিজের বাড়িতে কী আরামেই না গল্প করছিলাম।

দুই

বেলের শব্দ শুনতেই আমার বুঝতে একটুও অসুবিধা হলো না যে, দরজার ওপাশে কে দাঁড়িয়ে আছেন। গত কয়েকদিন ধরে ভদ্রলোক আমাদের বাসায় যাওয়া আসা করছেন। যতক্ষণ থাকেন শুধু কথাই বলেন। এ ধরনের লোক সাধারণত খুব বিরক্তিকর হন। আমি বা ছোটকাকু কেউই এরকমের লোকের সঙ্গে মিশাতে পছন্দ করি না কিন্তু ভদ্রলোকের মধ্যে অন্যরকম একটা ব্যাপার আছে। যে কারণে আমরা তার উপর না পারছি খুশি হতে, না পারছি বিরক্ত হতে।

ভদ্রলোকের নাম শরীফউদ্দিন আহমেদ। আমাদের পাশের ফ্ল্যাটে নতুন এসেছেন। দীর্ঘদিন সিঙ্গাপুর ছিলেন। আজকাল কোনো কোনো পত্রিকায় আমাদের সাফল্যের কথা ছাপা হয়। টেলিভিশন চ্যানেলেও আমাদের চেহারা মাঝে মাঝে দেখা যায়। সে কারণে ভদ্রলোক খুব সহজে আমাদের চিনে ফেলেছেন। তাই বোধ হয় একটু বেশি খাতির করার চেষ্টা করছেন আমাদের। প্রথমদিনই আমাদের বাসায় নিয়ে উপস্থিত হলেন কয়েকটা ট্যাবলেট। একেক ট্যাবলেটের একেক রং। বললেন,

যদি অবসর থাকেন তাহলে একটু ফলের জুস খাওয়াতে চাই।

ছোটকাকু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,

আমাদের বাসায় কি ফলের অভাব?

আমি বললাম,

সকালের নাশতার টেবিলে তো দেখলাম অনেক রকম ফল।

জুস বানানোর মেশিনটা কি ঠিক আছে?

একটু আগে মেশিনের শব্দ বোধ হয় পাচ্ছিলাম। মা বোধ হয় পেয়ারার জুস বানাছিলেন।

আমাদের বাড়িতে ফল আছে, মেশিন আছে তাও ঐ ভদ্রলোক জুস খাওয়াতে চাচ্ছেন কেন?

শোনেন, শোনেন- বাংলাদেশে জুস আর সিঙ্গাপুরের জুসে অনেক পার্থক্য আছে।

শরীফ সাহেব বলা শুরু করলেন।

বাংলাদেশের মতো আমাদের সিঙ্গাপুরে কাজের লোক তো নেই। সুতরাং বাজার থেকে ফল কেনা, ফল ধোয়া, জুস তৈরি করা এসব ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকতে হয়।

কি বলতে চাচ্ছেন আপনি বলেন তো?

কিছু না কিছু না। এই যে আপনারা বিকেল বেলা বসে আছেন এখন জুস খেলে মন্দ হতো না। তাই সিঙ্গাপুরী কায়দায় একটু জুস খাওয়াতে চাচ্ছি।

সিঙ্গাপুরী কায়দায় জুস খাওয়াটা কি জিজ্ঞেস করলাম আমি।

তিন গ্লাস পানি নিয়ে এসো। আর এই দ্যাখো, পকেট থেকে কয়েক রঙের ট্যাবলেট বের করলেন তিনি। এই গোলাপি রংটা হলো মাল্টা। সবুজ রংটা-

নিশ্চয়ই পেয়ারা।

না, না, না, এটা কিউই বলে একটা ফল রয়েছে। সেই ফল।

তাহলে হলুদটা নিশ্চয়ই আপেল।

ঠিক বলেছো। কিন্তু একটা ব্যাপার তো বুঝতে পেরেছো। বাংলাদেশে তোমাদের এতো ফল হয় কিন্তু সিঙ্গাপুরে দেখো যতো সহজে এই ট্যাবলেট নিয়ে পানিতে ফেললেই ফলের জুস তৈরি হয়ে যাচ্ছে।

ব্যাপারটাও তাই হলো। তিন গ্লাস পানির মধ্যে তিনটা ট্যাবলেট দিতেই তিন গ্লাস জুস তৈরি হয়ে গেল। শরীফ সাহেব একটা গ্লাস হাতে নিয়ে চুমুক দিয়ে বললেন,

আহ্ একেবারে ফ্রেশ জুস। ছোটকাকু এতোক্ষণ একটি কথাও বলেননি। এবার শরীফ সাহেবের দিকে ফিরে বললেন,

ফ্রেশ জুস নয়। ফ্রেশ জুসের মত। আরেকটু হলেই ভদ্রলোক তর্ক শুরু করে দিতো। তখনই একটা ফোন আসার আপাতত ফ্রেশ জুসের তর্কে ভাটা পড়ল। যদিও ছোটকাকু জুসের একটা গ্লাস হাতে নিলেন।

আমি ফোনটা ধরলাম। অপরিচিত কণ্ঠ। ছোটকাকুকে চাইছে। কারণ জিজ্ঞেস করাতে বলল,

ব্যাপারটা আপনার ছোটকাকুকেই বলতে চাইছি আমি। ভদ্রলোকের গলার স্বরে এমন একটা কর্তৃত্বের ভাব ছিল যে আমি বাধ্য হলাম ফোনটা ছোটকাকুকে দিতে। ছোটকাকু ফোনটা নিলেন। আমি নিলাম জুসের বাকি গ্লাসটা । একটা চুমুক দিলাম। খুব খারাপ না জুসটা। ওদিকে ছোটকাকু ফোনে শুধু হাঁ না - এর বাইরে কোনো কথাই বলছে না। ফোন রাখার আগে শুধু বললেন,

আচ্ছা এক ঘন্টা পরে আবার ফোন করেন। দেখি কি করা যায়?

ফোনটা ধরার সময় ছোটকাকু যে রকম উৎফুল্ল ছিলেন রাখার সময় তা মনে হলো না। একটু গম্ভীর আগের চেয়ারটায় তিনি বসলেন। শরীফ সাহেব বসার ভঙ্গি দেখে বললেন, আমাদের সিঙ্গাপুর হলে এরকম কষ্ট করতে হতো না। চেয়ারে বসে বসেই সব কথা বলতে পারতেন।

আমি বললাম,

আমাদের এখানেও কর্ডলেস বা মোবাইলে ফোন করলে ছোটকাকু ঐ চেয়ারেই বসে কথা বলতে পারতেন।

আরে আমাদের সিঙ্গাপুরে কর্ডলেস বা মোবাইল ফোনের দরকার হয় না।

আচ্ছা রাখুন তো আপনার সিঙ্গাপুর।

হঠাৎ করেই শরীফ সাহেবের ওপর কি একটু রেগেই ছোটকাকু বললেন,

এক ঘন্টা ধরেই তো খালি সিঙ্গাপুর, সিঙ্গাপুর বলছেন। ফরিদপুর গিয়েছেন কখনো?

ফরিদপুর? সেটা যেন কোথায়?

আমি বুঝতে পারলাম, সিঙ্গাপুর থেকে চট করে ফরিদপুর বলায় শরীফ সাহেব হিসাব

মেলাতে পারছেন না।

আমি বললাম,

ফরিদপুর আমাদের দেশেই। পদ্মা নদীর পাড়ে।

ও... ও... বাংলাদেশের ফরিদপুর। আপনারা তো জানেন, আমার বাংলাদেশ সম্পর্কে আইডিয়া মানচিত্র পর্যন্ত। কিন্তু সিঙ্গাপুর সম্পর্কে আমি ইন ডিটেলস-এ সব জানি।

আচ্ছা আপাতত আপনার ইন ডিটেলস রেখে দিন।

ছোটকাকু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,

কুষ্টিয়া যাওয়ার জন্য ফরিদপুর দিয়ে যাওয়া ভালো নাকি যমুনা ব্রিজ দিয়ে যাওয়া সুবিধা?

তুমি তো জানোই এর আগে আমি কখনো কুষ্টিয়া যাইনি। আমি জানব কি করে?

ঠিক আছে। তোমরা একজন সিঙ্গাপুর ছাড়া কিছু চেন না। একজন কুষ্টিয়া চেন না। সুতরাং আমিই কাল সকালে রওনা দেব কুষ্টিয়ার পথে।

সে কি কথা! তুমি আমাকে ফেলে কুষ্টিয়া যাবে?

আমি তো বলিনি তোমাকে ফেলে যাব? কিন্তু তুমি যদি কুষ্টিয়া যেতে চাও কিছু কাজ তো করতে হবে।

ও কি কাজ করবে? কাজ দেন আমাকে।

আপনিও যাবেন!

শরীফ সাহেবের কথা শুনে ছোটকাকু বললেন।

সে কী কথা! আমি তো আপনাকে আগেই বলেছি, যেখাইে যান না কেন, আমি আপনাদের সঙ্গে যাব।

সে তো আপনি সিঙ্গাপুরের ব্যাপারে বলেছিলেন!

উফ্- লোকে যে কেন বলে আপনাদের এতো বুদ্ধি। আমি বলেছি দেশের মধ্যে আমি আপনাদের সঙ্গে আর দেশের বাইরে গেলে যেহেতু আমার সিঙ্গাপুরের অভিজ্ঞতা আছে তাই আমার সঙ্গে। আর-

আর বলতে হবে না।

আপনি যাচ্ছেন আমাদের সঙ্গে।

ভদ্রলোক যেতে চাইলো আর তুমি এমনি এমনি নিয়ে যাচ্ছো?

কেন তোমার আবার কি আপত্তি? আমার কথা শুনে ছোটকাকু বললেন।

আমি একটু রেগেই বললাম,

তোমার সঙ্গে কাজ করার জন্য আমার কম পরীক্ষা দিতে হয়নি। আর এই ভদ্রলোক সিঙ্গাপুরে থাকে বলে তুমি এক কথায় রাজি হয়ে গেলে সিঙ্গাপুরে নিয়ে যেতে।

দেখ, তুমি ভাবছো আমি তোমাদের সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছি। মোটেও তা নয়। কুষ্টিয়ায় আমাদের যাওয়ার ইচ্ছা অনেক দিনের। সিঙ্গাপুরে থাকার সময় আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম, হাছন রাজার দেশে একবার ঘুরে আসব।

কুষ্টিয়ায় হাছন রাজা পাবেন কোথায়?

এই তো তোমাদের দোষ। দেশে থেকে তোমরা দেশের লোকের খবর জানে না। হাছন রাজা হলেন বিখ্যাত গায়ক। আমি সিঙ্গাপুরে থেকেও তার কথা জানি। তাছাড়া হাছন রাজা নামে একটা সিনেমাও হয়েছে।

সব ঠিক। আপনার সব কথা ঠিক। কিন্তু হাছন রাজা মোটেই কুষ্টিয়ার লোক না।

তাহলে-

হাছন রাজা হলো সিলেটে। তবে আপনাকে ফিফটি পারসেন্ট নাম্বার দেয়া যেতে পারে। কুষ্টিয়া লালন শাহের জায়গা।

ঐ হলো আর কি? লালন শাহ নামেও একটা সিনেমা দেখেছিলাম আমি।

সিনেমার জ্ঞান আপনার যত ভালো- দেশের মানুষ নিয়ে জ্ঞানটা একটু ভালো হলে সুবিধা হতো আমাদের।

ছোটকাকু আমার আর শরীফ সিঙ্গাপুরীর তর্কটা বেশ উপভোগ করছিলেন। বললেন,

কাল কুষ্টিয়ায় গিয়ে অনেক কাজ করতে হবে। সে জন্যে তৈরি হও।

তিন

কুষ্টিয়ায় যেখানটায় লেখা 'কুষ্টিয়া-০' (শূন্য) সেই মাইলপোস্টটা পার হতে হতে শরীফ সিঙ্গাপুরী বললেন,

আমি সঙ্গে 'রেজার' আনতে ভুলে গেছি। একটু কাউকে জিজ্ঞেস করতে হবে এই শহরের সুপার মার্কেটটা কোথায়?

কুষ্টিয়া শহরে সুপার মার্কেট?

ঐ আর কি, এই শহরের মার্কেট কোথায়?

সারা শহরেই মার্কেট রয়েছে। কিন্তু আপনার সিঙ্গাপুরী রেজার কোথায় পাওয়া যাবে বলা মুশকিল।

সেটা আমি ঠিকই বের করে নেব।

আমি ছোটকাকুর দিকে তাকালাম। পুরো রাস্তা একটি কথাও বলেনি। সামনের সিটে চুপচাপ বসে রয়েছিল। মাঝে মাঝে পকেট থেকে মোবাইল ফোনটা বের করে দেখেছেন কোনো মেসেজ আছে কিনা। ছোটকাকুর গম্ভীর চেহারা দেখে বুঝতে পারছি, ছোটকাকু কোথা থেকে কোনো একটা সংবাদ আশা করছেন। ইতিমধ্যে গাড়ির ড্রাইভার একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন।

- কোথায় যাবেন?

শরীফ সাহেব বললেন,

- ভালো কোনো হোটেল

- নাম বলতে হবে?

- আমাদের সবাইকে কুষ্টিয়া নিয়ে এসেছেন। কোন হোটেলে উঠব নাম বলুন?

- কোন হোটেলে উঠব সেই মেসেজটার জন্যই অপেক্ষা করছি।

- বুঝতে পেরেছি, কিন্তু কোনো মেসেজ আসেনি।

- না না, সে কথা বলতে যাইনি। আমি বলছিলাম এখন থেকে আপনারা দুজন যদি খেয়াল রাখেন রাস্তার দুই পাশে অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ে, তাহলে আমাকে বলতে হবে।

হতো এটা যদি সিঙ্গাপুর- তাহলে অনেক অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়তো। কিন্তু এই কুষ্টিয়া শহরে-

আচ্ছা এটা সিঙ্গাপুর হলে কি চোখে পড়ত?

অনেক কিছু। হঠাৎ দেখতাম, বাসের ওপর দিয়ে বেলুনে চড়ে দুইজন মানুষ যাচ্ছে। কিংবা পর্যটকদের জন্য খুব সাজানো গোছানো কিছু বাস-

আচ্ছা, আপনি সিঙ্গাপুরের কথা ছেড়ে কুষ্টিয়ার কথা ভাবুন।

ছোটকাকু একটু বিরক্ত হয়েই বললেন। আমিও ভেবে পেলাম না, এই কুষ্টিয়া শহরে রাস্তার দুপাশে অস্বাভাবিক কি চোখে পড়তে পারে? লালনের শহর কুষ্টিয়া, কুষ্টিয়ার কুঠিবাড়ির কথা আমরা শুনেছি। তার দুই পাশে পুরনো কিছু বাড়িঘর ছাড়া আর কিছু নেই। আবার রাস্তাটা এতো সরু যে, গাড়ি থেকে আসলে পুরো কিছু দেখাও যায় না। যাই হোক, ছোটকাকু বলেছেন সুতরাং চেষ্টা করলাম খেয়াল করতে কিন্তু চারপাশে এমন কিছু অস্বাভাবিকতা নেই। ইতিমধ্যে ছোটকাকু ড্রাইভারকে বলে দিয়েছেন, হোটেল চানতারার নাম। ছোটকাকুকে বোধ হয় কে মেসেজ দিয়ে হোটেলের নাম পাঠিয়ে দিয়েছেন। নাম শোনার পর ট্যাক্সি ড্রাইভার একটু বিরক্তই হলো। বলল,

এর চেয়ে ভালো হোটেল কিন্তু কুষ্টিয়ায় রয়েছে।

ছোটকাকু বললেন, আমি যে হোটেলের নাম বলেছি, সেখানেই আমাকে উঠতে হবে।

তার আগে আমি কি কোথাও কোনো সুপার মার্কেটে নেমে যাব?

সেটার দরকার হবে না। হোটেলের পাশেই একটা মার্কেট আছে।

তথ্যটা জানার পর মনে হলো শরীফ সাহেব একটু স্বস্তি পেলেন। যে জায়গাটায় এসে ট্যাক্সি দাঁড়াল এবং ড্রাইভার বলল এটাই হোটেল চানতারা, তাতে অবাক না হয়ে পারলাম না। চানতারা পুরনো একটা বিল্ডিং। আসার পথে যে রকম বাড়ি ঘর দেখেছি অনেকটা সে রকম। চারতলা একটা কার্নিশের ওপর ৪X২ বোর্ডে লেখা আছে চানতারা হোটেল। ভালোভাবে খেয়াল না করলে বোর্ডটা কারও চোখেও পড়বে না। শরীফ সিঙ্গাপুরী ট্যাক্সি থেকে নেমে 'এটা হোটেল না বললে' বুঝতেই পারতেন না। কারণ তিনি বললেন,

সিঙ্গাপুরে এই ধরনের দালান হোটেল হিসাবে লাইসেন্সই পেত না। যাহোক, বের হয়েছি আপনাদের সঙ্গে ভেতরে না জানি কি অবস্থা?

আপনি তো মার্কেটের খোঁজ করছেন?

হ্যাঁ, হ্যাঁ আমার রেজার কিনতে হবে।

ড্রাইভার বললো,

তাহলে আপনি যান পাশের মার্কেটে।

শরীফ সাহেব আমার দিকে চাইলেন।

আমি ছোটকাকুর দিকে। দেখলাম ছোটকাকুর চোখে স্পষ্ট বিরক্তি। তাই আমি বললাম,

আপনি বরং রেজারটা কিনে নিয়ে আসুন।

শরীফ সাহেব সত্যি সত্যি পাশে মার্কেটের দিকে চলে যান। আমরা দুজন ঢুকলাম হোটেলের গেট দিয়ে। আসলে একটা পুরনো বাড়িকেই হোটেল বানানো হয়েছে। বাড়ির বারান্দায় রিসেপশনের মতো বানিয়ে একটা লোক বসে রয়েছে। পাতলা, ঢ্যাঙা, তালপাতার সেপাই। পেছনে কাঠের কতগুলো খোপ। সেখানে সব কামরার নম্বর লেখা। কয়েকটা চাবি সেখানে ঝুলানো রয়েছে।

আমরা বড় একটা খাতায় নিজেদের নাম লিখলাম। ছোটকাকু তালপাতার সেপাই লোকটিকে বললেন,

ওখানে আরো একজন লোক রয়েছে। তিনি একটু পরে আসবেন। চাবি নিয়ে উপরে যাবার সময় ছোটকাকু বললেন,

- তোর চোখে অস্বাভাবিক কিছু পড়েছে।

আমি বললাম,

- নাহ্ - বরং অস্বাভাবিক লাগছে এই হোটেলটা।

হাত মুখ ধুয়ে তুমি আর শরীফ সাহেব আমার সঙ্গে বসো। আমি শুনতে চাই- তোমরা কি শিখবে।

ছোটকাকুর এই শুনতে চাওয়ার অর্থ হলো রীতিমতো পুলিশী জেরা। এই পুলিশী জেরার কথা আমি আগেই বুঝতাম। আজ নতুন করে বুঝলাম। আমাদের চেয়ে ছোটকাকুর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা কতো বেশি! আমার আগে কাকু শরীফ সিঙ্গাপুরীর সঙ্গে কথা বলেছে। তারপর আমাকে ডেকেছে প্রায় ত্রিশ মিনিট পর। এর মধ্যে বাইরে আমি শরীফ সিঙ্গাপুরীর সঙ্গে কথা বলে দেখলাম- চরম বিরক্ত সে। বলছেন,

বাংলাদেশে কুষ্টিয়া শহরে খেয়াল করার মতো কিছু আছে? না আছে সিঙ্গাপুরের মতো মাল্টিস্টোরেড বিল্ডিং, না আছে বড় বড় সাইনবোর্ডঅলা দোকান। পুরো রাস্তাতেই তো চোখে পড়ল, পুরনো কিছু বাড়ি। ছোট ছোট কিছু দোকানপাট। এর মধ্যে আলাদা করে কি বলব?

কেন, ছোটকাকু কোনো প্রশ্ন করেনি?

তুমি তো তোমার কাকুর অভ্যাস জানো? কতো রকম প্রশ্ন করলেন তিনি।

কতো রকম মানে?

আরে সেসব প্রশ্নের কি কোনো স্টেশন আছে। প্রথম জিজ্ঞেস করল- রাস্তায় এমন কোন বাড়ি দেখেছেন কি না, যে বাড়ির মাথায় কালো পতাকা উড়ছে।

কালো পতাকা?

হ্যাঁ- তাইতো জিজ্ঞেস করছিলো ছোটকাকু। আমি বললাম, এ সময় কি শোকের কিছু হয়েছে যে কালো পতাকা উড়বে? তারপর বললেন, একই নামে দুটো হোটেল দেখেছি কি না!

একই নামে দুটো হোটেল?

হ্যাঁ।

আপনি কি বললেন জবাবে?

আমি বললাম, কুষ্টিয়া শহর কি সিঙ্গাপুর শহর! একই নামে অনেকগুলো হোটেল থাকবে? সিঙ্গাপুরে ম্যাকডোনাল্ডস আর কেএফসির ছড়াছড়ি। আর কুষ্টিয়ায় একই নামের দুটি হোটেল। আমি তো একটা হোটেলের নামই বলতে পারবো না?

বুঝলাম, শরীফ সিঙ্গাপুরী ছোটকাকুর প্রশ্নে শুধু বিরক্ত নয়, বিব্রত। কিন্তু আমি এও জানি, ছোটকাকু অকারণে কোনো প্রশ্ন করেন না। সে জন্যে ছোটকাকুর ডাক দেয়ার পর তার কামরায় ঢুকে বললাম, তুমি যে প্রশ্নগুলো শরীফ সিঙ্গাপুরীকে বলেছ তার কিছু প্রশ্ন আমি শুনেছি।

প্রশ্নগুলোর কোনো উত্তর আছে তোমার কাছে?

আমি একটা প্রশ্ন শুনেছি। বোধহয় কালো পতাকা রয়েছে কি না তুমি জিজ্ঞেস করেছো।

হ্যাঁ, জিজ্ঞেস করেছি।

আমার মনে হয়, কালো পতাকা নয়, আমি একটা বাড়ির উপর সাদা রঙের পতাকা দেখেছি।

কোথায় সেটা?

কোথায় তা বলতে পারবো না? তবে সেখানে সাদা পতাকা'অলা বাড়িটা দেখেছিলাম তার উল্টোদিকে একটা লোক বাড়ির মধ্যে চিনাবাদাম বিক্রি করছিল।

মফস্বল শহরে গাড়ির মধ্যে এ রকম চানাচুর বিক্রি করে অসংখ্য লোকে। তুমি আর কিছু দেখেছ?

আমি বুঝতে পারছিলাম না,যা দেখার দেখেছি সেটা হোটেলে আসার পর। সুতরাং আবার হোটেল থেকে সে পথে ফিরে গেলেই তো বাড়িটা আবার দেখতে পার?

ছোটকাকু সেসব শুনে বললেন, ব্যাপারটা এতো সহজ নয়। তোমাকে নিশ্চয়ই এতো প্রশ্ন করতাম না। আচ্ছা, এখন আবার একই নামে দুটো দোকান দেখেছো?

ছোটকাকু শরীফ সিঙ্গাপুরীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন- একই নামের হোটেল সম্পর্কে। আমাকে জিজ্ঞেস করছেন একই নামের দুটো দোকান। কিন্তু আমি একই নামের দোকান, হোটেল কিছুই দেখিনি।

তারপরও ছোটকাকুকে বললাম, আমার চোখে একই নামের দুটো হোটেল কিংবা দুটো দোকান কিছুই চোখে পড়ে না। তবে মফস্বল শহরে যেমন কিছু কমন থাকে, নীরব হোটেল, আবুল স্টোর, ছবি বিতান, এই রকম বেশ কিছু সাইনবোর্ড পেয়েছি।

ছবি- বিতান?

হ্যাঁ- ফটো তোলার দোকান। সাইনবোর্ডে আরেকটা কথা লেখা ছিল।

কী কথা?

লেখা ছিল: তুমি কি কেবলই ছবি।

মফস্বলের দোকান। স্টিল ছবি তোলে। রবীন্দ্রনাথের কবিতার লাইন ছবি দেখে লাগিয়ে দিয়েছে। কিন্তু কথা সেটা নয়। আমিও ছবি বিতান নামে একটা দোকান দেখেছি।

দেখতেই পারো। আমি যখন দেখেছি, তখন তোমার চোখ এড়ানোর প্রশ্নই ওঠে না।

কথাটা অতো সোজা নয়। কারণ গাড়িতে আমরা বসেছিলাম দুদিকে।

- হ্যাঁ, সেটা তো ঠিকই আছে। তুমি বসেছিলে ড্রাইভারের পাশে আর আমি বসেছিলাম পেছনে।

তাহলে তুমি যে ছবি বিতান দেখেছো আমি মোটেই সেই ছবি বিতান দেখিনি। আমি দেখেছি রাস্তার অন্য দিকের ছবি বিতান।

তার মানে? একই নামে দুটো ছবি তোলার দোকান আছে।

তা রয়েছে। কিন্তু আমার অবস্থা তোমার মতোই। কারণ কোন জায়গায়, ছবির দোকানটা দেখেছি তা বলতে পারবো না।

এখন একটা গাড়ি করে আবার যেখানে কুষ্টিয়া শূন্য লেখা রয়েছে সেখানে রওনা দিলেই হয়।

ছোটকাকু একটু চিন্তিত মুখে বললেন,

ঠিক আছে। তুমি যখন চাচ্ছো তখন তাই হোক।

আমি যদিও ছোটকাকুর চিন্তিত মুখের কোনো কারণ খুঁজে পেলাম না কিন্তু এক ঘণ্টার মধ্যে বুঝতে পারলাম, ছোটকাকুর চিন্তিত হবার যথেষ্ট কারণ ছিলো।

চার

শরীফ সিঙ্গাপুরীকে নিয়ে এই এক বিপদ। না ছাড়বেন আমাদের সঙ্গ- না নিজে একা থাকবেন। নতুন রেজারটা কিনে নিয়ে এসেছি। অনেক ঘুরে সিঙ্গাপুর না হল্যান্ডের একটা রেজার নিয়ে মাত্র শেভ করতে বসেছি। এমন সময় তোমার ছোটকাকু আবার এই সরু ভাঙা রাস্তা দিয়ে কুষ্টিয়া শহর ছেড়ে বাইরে যাবেন।

আমি শরীফ সিঙ্গাপুরীকে বলতে পারলাম না, হোটেল থেকে এখন বের হওয়ার আইডিয়াটা ছোটকাকুর নয়; আমার। তাহলে সব রাগ তিনি আমার উপর ঝাড়বেন।

হোটেলের নিচে রিসেপশনে তালপাতার সেপাই লোকটাকে জিজ্ঞেস করলাম,

এই ফাঁকে কোনো গাড়ি ভাড়া পাওয়া যাবে কি না!

লোকটা খুব অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকালো। লোকটা আমার দিকে অবাক হয়ে দেখলো। তাতে বুঝে গেলাম, যারা গাড়ি নিয়ে আগে কিংবা স্থানীয় কারো কাছ থেকে সাহায্য নেয়। তারপরও হোটেলের রিসেপশনের ছেলেটা,

আপনারা যদি রিকশায় করে দীঘির পাড়ে চলে যান সেখানে মাইক্রোবাস পেতে পারেন।

কথানুযায়ী তার ছোটকাকু এক রিকশায় আর আমি আর শরীফ সিঙ্গাপুরী এক রিকশায়। শরীফ সিঙ্গাপুরী যথারীতি তার বিরক্তি প্রকাশ করে যাচ্ছেন। আমি এক পর্যায়ে বললাম, আপনি কি এতোই বিরক্ত- তাহলে আমাদের সঙ্গে বেরুলেন কেন?

ভয়ে, ভয়ে।

ভয়ে? কিসের ভয়ে?

ঘুষিটা তো আপনার গালে পড়েনি।

এটুকু বলে নিজের গালের ফোলা অংশটায় হাত বুলালেন।

বুঝলাম, পল সাহেবের ঘুষির কথা ভদ্রলোক ভুলতে পারছেন না। ইতিমধ্যে আমরা দীঘির পাড়ে পৌঁছে গেছি। সেখানে দেখলাম, কতগুলো মাইক্রোবাস দাঁড়িয়ে আছে। বেশির ভাগ মাইক্রোবাসই দূর পাল্লার শহরগুলোতে যাওয়া-আসা করে। ছোটকাকু বললেন,

ঢাকা যেতে যে ভাড়া লাগে, সেই ভাড়াই তিনি দেবেন। কিন্তু ঘুরবেন কুষ্টিয়ার মধ্যেই। এই রকম কথা বলে, একটি মাইক্রোবাস নিয়ে রওনা দিলাম আমরা ঢাকার দিকে। ড্রাইভারকে থামতে বললাম, একেবারে 'কুষ্টিয়া-শূন্য' লেখা যে জায়গাটি সেখানে। ছোটকাকু আমার দিকে তাকালেন। আমি জানি ছোটকাকু চোখ দিয়ে কি বলতে চাচ্ছেন! কারণ পথের মধ্যে আমি সেই সাদা পতাকা'অলা বাড়িটি দেখিনি। এমন কী ছবি বিতান নামের সেই স্টুডিওটিও চোখে পড়েনি।

মাইক্রোবাসটা ঠিক মাইল পোস্টের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। ছোটকাকু বললেন,

- এখান থেকে শহরে যাওয়ার রাস্তা কয়টা?

- দুটো। যদি আপনি কুষ্টিয়া- নিউমার্কেট পর্যন্ত যান আর সদর পর্যন্ত যেতে চাইলে আরেকটা।

- ঢাকা থেকে আসার রাস্তা?

- এই একটাই।

- এখান থেকে কি দুদিকে দুটো রাস্তা গেছে?

- শরীফ সিঙ্গাপুরী হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন। ড্রাইভারটা একটু অবাক হয়ে যায়। কারণ সে প্রশ্নটাই বুঝতে পারেনি। আমি ড্রাইভারের অবাক হওয়ার কারণ বুঝি। যে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে আছি সেখানে একটাই রাস্তা। কোনো মোড় নেই। রাস্তা দিয়ে কতোদূর যাওয়ার পর দুদিকে রাস্তাটা ভাগ হয়ে গেছে।

- এক মাইল পর।

ড্রাইভার জবাব দিলেন।

তাহলে সেই মোড় পর্যন্ত আমাদের নিয়ে চলুন।

ছোটকাকু এই এক মাইল পথ কোনো কথাই বললেন না। সামনের সিটে বসে রাস্তার দু'পাশে শুধু কি যেন দেখার চেষ্টা করলেন।

মাইক্রোবাসটা ঠিক এক মাইল পথ এসে ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষলো। দিব্যি দেখলাম, দু'পাশে দুটো পথ চলে গেছে।

- এখান থেকে চান তারা হোটেলে কোন পথটা গেছে!

বাম দিকেরটা। এটাই গেছে নিউমার্কেটের দিকে। সেখানেই চান-তারা হোটেল।

আমি জানি ছোটকাকু ড্রাইভারকে বলবে, এই রাস্তার দিকে যেতে। আমিও তাই চাচ্ছি। যতদূর বুঝতে পারছি, আমরা এসেছি এই রাস্তা দিয়ে। কিন্তু একই ব্যাপার হলো যাবার সময়। প্রায় হোটেল পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম। কিন্তু সাদা পতাকা'অলা বাড়ি কিংবা ছবি বিতান কোনোটারই খোঁজ পেলাম না। এ কি করে সম্ভব? ফ্ল্যাগ না হয় কেউ নামিয়ে ফেলতে পারে। কিন্তু আস্ত স্টুডিও দুটো কোথায় গেল?

ছোটকাকু ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলেন,

আচ্ছা, এই রাস্তায় 'ছবি বিতান' নামে কোনো স্টুডিও আছে?

নাহ্।

ড্রাইভার একটু ভেবে বলল।

আমি আর ছোটকাকু দুজনেই ধাঁধায়। দু'জন মিলে কি করে ভুল করি? আমার স্পষ্ট মনে আছে, যাবার সময় আমি সাদা টিনের বোর্ডের ওপর কালো অক্ষরে লেখাটা দেখেছি। আর ছোটকাকুর তো ভুল হবার প্রশ্নই ওঠে না। সামনের সিটে ছোটকাকু চোখ বন্ধ করে কি যেন ভাবছেন?

- আচ্ছা 'বইঘর' বলে কোনো বইয়ের দোকান আছে?

- আছে। তবে এই রাস্তায় নয়। একটু বাঁয়ের গলি দিয়ে ঢুকতে হবে।

আমি জানি না কাকু কি ভাবছেন! কিন্তু তিনি ড্রাইভারকে বললেন,

গাড়িটাকে বইঘরে নিয়ে যেতে।

বাম দিকে গাড়িটা ঢুকতেই প্রথমে চোখে পড়ল একটা শহীদ মিনার। খুবই ছোট শহীদ মিনারের প্রতিকৃতি। মাত্র রং করা হয়েছে। সকাল বেলা এই রাস্তা দিয়েই আমরা গেছি। শহীদ মিনারটা দেখেই আমাদের মনে হলো।

এই পথ দিয়েও কি চান তারা হোটেলে যাওয়া যায়?

হ্যাঁ যায়। তবে বেশ ঘোরা পথ।

ঢাকা থেকে আমরা একটা মিটার ট্যাক্সিতে কুষ্টিয়া রওনা দিয়েছিলাম। যেহেতু মিটারে বিল উঠবে বুঝতে পারছি সেই ট্যাক্সি ড্রাইভার আমাদের ঘোরাপথ দিয়ে চানতারা হোটেলে নিয়ে গেছে। তথ্যটা শরীফ সিঙ্গাপুরী আমাদের দিলেন এবং যথারীতি যোগ করলেন,

কোনো ট্যাক্সি ড্রাইভার যদি সিঙ্গাপুরে এ রকম করত-

ছোটকাকু এবার একটু বিরক্তই হলেন এবং বললেন,

রাখেন আপনার সিঙ্গাপুরের কথা। এখন কি হচ্ছে সেটা বলেন।

এখন তো স্পষ্ট। তখন ছিল মিটারের ট্যাক্সি- এই জন্য ঘুরিয়েছে। আর এখন হলো, কন্টাকে- মাইক্রোবাস। এই জন্য শর্টকাটে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের। তবে আপনি বুদ্ধিমান।

ঠিকই বুঝে ফেলেছেন, এই গাড়ির ড্রাইভার আপনাকে শর্টকাটে নিয়ে যাচ্ছে।

বুঝলাম, শরীফ সিঙ্গাপুরী গাড়ির মধ্যে কিছুটা ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ফলে আমার ও ছোটকাকুর মধ্যে যে কথা হয়েছে তার পুরোটা শরীক সিঙ্গাপুরী শোনেননি। ওদিকে গাড়ি তখন দাঁড়িয়েছে বইঘরের সামনে। ছোটকাকু লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নামলেন। পেছনের দরজা দিয়ে আমি।

ছোটকাকু কি দেখতে চান এখানে? ছোটকাকু বইয়ের দোকানে গেলেন। কথা বললেন দোকানির সঙ্গে। আমি কাছে গিয়ে শুনলাম ছোটকাকু বলছেন তাহলে এই দোকান আপনি বলছেন তিন মাস ধরে বন্ধ?

আমি পাশের দোকানটার দিকে তাকালাম। শাটার বন্ধ একটা দোকান। উপরে কোনো সাইনবোর্ড নাই। বন্ধ দোকানের পাশে একটা ছোট্ট পানের দোকান। সেখানেও একটু কথা বললেন। এরপর আমার কাছে এসে বললেন- তুমি কি মনে করতে পারো, তুমি যেখানে স্টুডিওটা দেখেছিলে তার আশপাশে অন্য দোকানের কথা!

আমি বললাম,

সেটা মনে করতে পারব না? কিন্তু আমার মনে হচ্ছে- এই রাস্তার উপরেই কোথাও দোকানটা হবে।

ছোটকাকু কোনো কথা বললেন না। শুধু গিয়ে বসলেন গাড়ির সিটে।

গাড়ি চলছে। আমি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছি। দুপুরবেলা হোটেলে যাওয়ার সময় গাড়ির যেদিকে বসেছিলাম এখনো সেদিকে বসে আছি। ভাবার চেষ্টা করছি, কোনো কিছু স্টুডিওটার আশপাশে ছিল কি না। কিন্তু তেমন কিছু মনে করতে পারছি না। এই সময় হঠাৎ করে শরীফ সিঙ্গাপুরী বললেন,

কী সাংঘাতিক। দেখুন সামনে কে?

আমি এবং ছোটকাকু অবাক হয়ে দেখলাম সামনে সবুজ রঙের একটা গাড়ি করে যে লোকটা যাচ্ছে সেই লোকটা একজন বিদেশী। এবং বলাবাহুল্য চান তারা হোটেলে শরীফ সিঙ্গাপুরী যে লোকটার বক্সিং খেয়েছিলেন ইনি সেই লোক। অর্থাৎ তার নাম পল।

লোকটা একটা স্টেশন ওয়াগন গাড়িতে করে আমাদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু যে জায়গা দিয়ে গাড়িটা বের হলো সেখানে ছোট ছোট কয়েকটা দোকান। দোকানগুলো দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমার চট করে মনে হলো, আমি দুপুরবেলা এখানেই সাইনবোর্ডটা দেখেছিলাম। কিন্তু একটু আগে বইয়ের দোকানটার পাশে যে অবস্থা দেখেছিলাম এখানেও তাই। মাঝখানের দোকানটা বন্ধ। উপরে ছবিবিতান সাইনবোর্ডটা নাই। কিন্তু নিচে ঠিকই লেখা রয়েছে তুমি কি কেবলই ছবি!

মাত্র চার ঘণ্টার মধ্যে এমন কি ঘটল- যে দুটো দোকানের সাইনবোর্ড কে সরিয়ে ফেলেছে। কিন্তু আমার বুঝতে একটুও অসুবিধা হলো না যে, বাড়ির কালো পতাকাটা এমনি কেউ নামিয়ে রেখেছে। কিন্তু এখন বুঝলাম, আসলে তা নয়। এই সাইনবোর্ডের মতো পতাকাটাও কেউ সরিয়ে ফেলেছে।

কুষ্টিয়া কেন এসেছি। সেটাই এখনো জানি না। কিন্তু শুরু হয়ে গেছে অদ্ভুত সব রহস্যের খেলা।

পাঁচ

ছোটকাকুর রুমে আমরা তিনজন বসে আছি। বুঝতে পারছি, পুরো ব্যাপারটার সঙ্গে পাশের কামরায় যে বিদেশী ভদ্রলোক রয়েছেন তার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে নিশ্চয়ই। কিন্তু কিছুই তাকে বলতে পারছি না। আমরা যে হোটেলটাতে আছি সেই হোটেলে নিজস্ব গাড়ি রাখার কোনো জায়গা নেই। পেছনের দিকে একটা মাঠ রয়েছে। সেখানে গাড়ি রাখার ব্যবস্থা। একটু আগে আমি আর ছোটকাকু সেখানে গিয়ে দেখে এসেছি পথের মধ্যে পলের যে গাড়িটা দেখে এসেছি সেই গাড়িটা মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। স্টেশন ওয়াগানের মতো গাড়িটার পেছনে দুটো টিনের বোর্ড রাখা। নিচের বোর্ডটা পড়া না গেলেও উপরের বোর্ডটা পরিষ্কার করা যাচ্ছে। ছবিবিতান কথাটা। কেউ না বললেও বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, যে বোর্ডটা দেখা যাচ্ছে না সেখানেও লেখা রয়েছে ছবিবিতান কথাটা। যে কেউ দোকানের সাইনবোর্ড লাগাতে পারে। খুলতে পারে। এতে অপরাধের কিছু নেই। সুতরাং পলকে আমরা কিছু জিজ্ঞেস করবো সেটা পারছিলাম না। আবার পল কেন এটা করল, তাও বুঝতে পারছি না। নিচে রিসেপশনের লোকটাকে পল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবো সেটাও কেন যেন ছোটকাকু মানা করছেন।

ছোটকাকুর কাছে আবার জানতে চাইলাম, কুষ্টিয়া আসার কারণ সম্পর্কে। ছোটকাকু বললেন,

ভেবেছিলাম, ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হলে তখন কথা বলবো। কিন্তু এখন পুরো ব্যাপারটা পাল্টে গেছে। তোমাদের মনে আছে, ঢাকায় আমি একটা ফোন কল পেয়েছিলাম। ফোনটা করেছিলেন চট্টগ্রাম থেকে আমার এক বন্ধু।

তোমার বন্ধু খলিল চৌধুরী?

না, না, খলিল নয়। ইনি আরেকজন। তার ছোটভাই সবুর চৌধুরী বিদেশ থেকে এসেছেন আজ কয়েক দিন।

বিদেশ মানে কোত্থেকে? সিঙ্গাপুর নয়তো?

আপনার সব কথায় খালি সিঙ্গাপুর। ভদ্রলোক এসেছেন ইটালি থেকে। বেড়াতে এসেছেন কুষ্টিয়ায়। এখানে আসার পরই অদ্ভুত এক সমস্যায় পড়েছেন।

অদ্ভুত সব সমস্যা! কেউ কি তাকে ভয়

দেখাচ্ছে?

নাহ্- ভয় দেখাচ্ছে না। আর ভয় দেখানোকে কি অদ্ভুত সমস্যা বলে?

তাও ঠিক!

তাহলে সমস্যাটা কি?

সেটা ঠিক আমিও জানি না। তবে আমাকে ঢাকায় সবুর চৌধুরী বলেছেন- পথের মধ্যে যদি অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ে তাহলে বুঝতে হবে সবুর চৌধুরী বিপদে পড়েছেন।

সে রকম অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়েনি। কিন্তু পরে স্বাভাবিক ব্যাপারটিই কেমন অস্বাভাবিক হয়ে গেল।

এতো অস্বাভাবিক ভাবার কি আছে? চট্টগ্রামে তোমার ঐ বন্ধুকে ফোন করলেই হয়।

করেছিলাম। কিন্তু সেও তার ভাইয়ের খবর ঠিকমতো দিতে পারেনি।

এই সময় হঠাৎ দরজায় টোকার শব্দ। শরীফ সিঙ্গাপুরী দরজার কাছেই বসেছিলেন। তিনি সেখান থেকে উঠে খাটের ওপর বসলেন। আমি গিয়ে দরজা খুললাম। বুঝতে পারছি- শরীফ সিঙ্গাপুরী মনে করেছেন, দরজা হয়তো পল সাহেবেই ধাক্কা দিয়েছেন। ঘুষির ভয়টা তার কাটেনি। দরজা খুলে দেখি, রিসেপশনের ছেলেটা খাম নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। খামের ওপর লেখা ছোটকাকুর নাম।

- কে দিয়ে গেল খামটা?

- একটা ছেলে।

- ছেলে মানে?

- ছেলে মানে আমাদের দারোয়ানের ছেলে। ও হোটেলের বাইরে দাঁড়িয়েছিল। একটা লোক চিঠিটা ওর হাতে দিয়ে গেল।

- ছেলেটাকে একটু ডাকুন।

ছোটকাকু বললেন।

- আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

তালপাতার সেপাই চলে যায়। ছোটকাকু চিঠিটা খুললেন। কম্পিউটারে কম্পোজ করা চিঠি। কাল সকাল দশটায় আমার সঙ্গে শিকদার রোডে কবীর হোটেলে দেখা করলে খুশি হবো।

সকাল দশটায় যেতে হবে কবীর হোটেলে।

সকালেরটা সকালে ভাবা যাবে। কিন্তু এখন ঐ ছেলেটি কোথায় গেল? তাকে বের করতে হবে তো!

ছেলেটিকে বের করে কি হবে?

হবে মানে? ছেলেটির কাছেই জানা যাবে, সবুর চৌধুরী কোথায় গেল।

সবুর চৌধুরী কোথায় গেল মানে?

শুনতে পাচ্ছেন না। চিঠিটা সবুর চৌধুরী দিয়ে গেছে।

শরীফ সিঙ্গাপুরী বাইরে বের হলেন। আমি ছোটকাকুর দিকে তাকালাম। বললাম,

আমি সঙ্গে যাব?

দরকার নেই। কাল সকালে অনেক কাজ। তুমি বরং ঘুমাতে যাও।

সে কি কথা!

শরীফ সিঙ্গাপুরী একা ছেলেটাকে পেলে কি করবে?

শরীফ সাহেবকে কিছুই করতে হবে না।

তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, ছেলেটিকে এখন খুঁজেই পাওয়া যাবে না।

সে কি কথা! এই চিঠির মধ্যে রহস্য রয়েছে।

রহস্য রয়েছে কি না জানি না। কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পারছি এই চিঠিটা আমার কাছে এসেছে পল সাহেবের কারসাজিতে।

আবার সেই পলের নাম।

তারপরও আমি ছোটকাকুকে শুধালাম,

তোমার এই কথা মনে হওয়ার কারণ-

কথাটা বলতে গিয়েই আমার চোখ পড়ল টেবিলে রাখা চিঠিটার ওপর। চিঠির নিচে সই করা সবুর চৌধুরী। আর বাকিটা কম্পিউটারে কম্পোজ করা বলে অনুমানই করা যায়, সবুর চৌধুরী যদি এই চিঠিটা লিখতেন, তিনি হাতে লিখতেন। এবং বাংলায় সই করতেন।

ছোটকাকুর অনুমান যদি সত্যি হয় তাহলে পল কাউকে দিয়ে এই চিঠিটা কম্পোজ করিয়েছে। এবং ইংরেজিতে নাম সই করে চিঠিটা পাঠিয়েছে। সে ক্ষেত্রে পল আর তালপাতার সেপাইয়ের সঙ্গে নিশ্চয়ই কোনো সম্পর্ক রয়েছে। আমরা কি তাহলে কোনো ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে এই হোটেলে আটকা পড়ে গেলাম। ছোটকাকুকে সন্দেহের কথা বলতেই তিনি বললেন,

এসব ব্যাপার কাকতালীয়ও হতে পারে।

না, মশাই, মোটেও ব্যাপারটা কাকতালীয় নয়। ব্যাপারটা খুব সন্দেহজনক।

বলতে বলতে ঘরে ঢুকলেন শরীফ সিঙ্গাপুরী।

আপনার আবার কি হলো?

কি হবে মানে? আপনারা বুঝতেই পারছেন না, কি রিস্কের মধ্যে আমরা আছি। আমাদের উচিত আজ রাতেই আমাদের হোটেল বদল করা।

আহ্- কি হয়েছে বলবেন তো? বলার আবার কি আছে? নিচে গিয়ে বললাম ছেলেটা কোথায়? তালপাতার সেপাই প্রথম তো কথার কোনো গুরুত্বই দিলো না। তারপর একটু জোরে কথা বলতেই বলল, ছেলেটা বাজারে গেছে। দু'ঘণ্টা পরে ফিরবে।

তাতে উত্তেজিত হওয়ার কি আছে? দুঘণ্টা পর তার সঙ্গে কথা বললেই হয়!

- আরে আমার নাম শরীফ সিঙ্গাপুরী। আমাকে ঠকানো কি এতোই সহজ?

কে বলেছে আপনাকে ঠকানো সহজ? কিন্তু ঘটনাটা কি হলো সেটাই তো বুঝতে পারছি না!

বুঝবেন। আমাকে বললেই হলো। দু'ঘণ্টা পর ছেলেটা আসবে! আমি সটান করে বলে গেলাম গেটের দারোয়ানের কাছে।

হোটেলের দারোয়ান!

তাছাড়া এখানে আর দারোয়ান আসবে কোথা থেকে? আর দারোয়ানের কাছ থেকে কায়দা করে জেনে নিয়েছি তার ছেলে সম্পর্কে।

কি জানলেন ছেলেটা সম্পর্কে?

সাংঘাতিক গোপন কথা।

কি এমন গোপন কথা?

কাছে আসুন।

ছোটাকাকু একটু সত্যি সত্যি শরীফ সিঙ্গাপুরীর কাছে আসে। তিনি ছোটকাকুর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে উঠলেন,

দারোয়ান লোকটা বিয়েই করেননি। এর ছেলে আসবে বোম্বেকে?

কিছুক্ষণ ধরে বৃষ্টি হচ্ছে। বছরের এ সময়টায় বৃষ্টি হওয়ার কথা নয়। তার পরও শ্রাবণ মাসের মতো ঝরঝর ধারায় অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। হোটেলের কামরায় কোনো জানালা নেই। কিন্তু বৃষ্টির একটানা আওয়াজ পাচ্ছি। একটু আগে হোটেলের নিচে রেস্টুরেন্টে নাশতা খেয়ে ওপরে এসেছি। দশটার সময় যাবার কথা আমাদের সিকদার রোডে কবীর হোটেলে। ইতিমধ্যে তালপাতার সেপাই থেকে হোটেলের বিস্তারিত নিয়ে নিয়েছি। কালকে দীঘিরপাড় থেকে নেয়া মাইক্রোবাসের ড্রাইভারকে আসতে বলেছি। ইতিমধ্যে সে হাজির। বুঝতে পারছি বৃষ্টির মধ্যেই আমাদের গাড়িতে গিয়ে উঠতে হবে।

ছোটকাকু এখনো আমাদের কুষ্টিয়া আসার ব্যাপারে কিছুই বলেনি। বৃষ্টির মধ্যেই মাইক্রোবাসে উঠলাম। ওঠার সময় একটু ভিজতে হলো। শরীফ সিঙ্গাপুরী যথারীতি ফোড়ন কাটতে ভুললো না। সিঙ্গাপুর হলে গাড়ি ঠিক দাঁড়িয়ে থাকতো হোটেলের পোর্চের নিচে। একটুও ভিজতে হতো না।

শিকদার রোডের কবীর হোটেল মফস্বল শহরের আর সাধারণ দশটা হোটেলের মতোই। নিচে রেস্টুরেন্ট। উপরে আবাসিক। রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসলাম। ঘড়িতে তখন দশটা বেজে পনেরো মিনিট পার হয়েছে। এই সময় সাধারণত এ ধরনের হোটেলে খুব বেশি লোক থাকে না। সুতরাং শুধুমাত্র একটি টেবিলে পরিবারকে বসে থাকতে দেখে খুব অবাক হলাম। হয়তো আবাসিক হোটেলেরই গ্রাহক। আমরা হোটেলে বসে তিনটা কফির অর্ডার দিলাম। পনেরো মিনিট পার হয়ে গেল। কফি এল। কিন্তু সাবের চৌধুরী বা অন্য কারো দেখা পাচ্ছি না। হোটেলের কাউন্টারে যে লোকটা বসে আছে সেই লোকটাও কেউ আসবে বলে অপেক্ষা করছে মনে হলো না। এক মনে রেডিওতে কোনো অনুষ্ঠান শুনছে। তার পরও ছোটকাকু উঠে তার কাছে গেলো। বললো, কিছুক্ষণ আগে কেউ কি আমার জন্য অপেক্ষা করছিলো?

সেটা আমি কী করে জানবো?

প্রচন্ড বিরক্তির সঙ্গে লোকটা জবাব দিল।

আপনার জানার কথা নয়। কিন্তু একটু আগে কি এখানে সাবের চৌধুরী নামে কোনো ভদ্রলোক এসেছিল?

আমি এই মাত্র এসেছি। বলতে পারব না। তবে কাল রাতে এক ভদ্রলোক বলে গিয়েছিলেন আজ সকাল দশটায় তিনি আসবেন। তিনি একটি চিঠি দিয়ে গেছেন।

চিঠিটা কোথায়?

আছে। কিন্তু আপনাকে দেবো কেন?

এই সময় হোটেলের টেলিফোনটা বেজে ওঠে।

লোকটি টেলিফোন তোলে।

জি জি, দু'জন নয়। তিনজন বসে রয়েছে। জি, তাদের মধ্যে একজন নেতা টাইপের। চিঠিটা উনাকে দিয়ে দেব?

ছোটকাকু ততোক্ষণে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। বললো,

টেলিফোনটা আমাকে দিন।

ছোটকাকুর গলায় এমন একটা গাম্ভীর্য ছিল যে কাউন্টারের লোকটি টেলিফোন ছোটকাকুর হাতে দিল। ছোটকাকু কয়েকবার হ্যালো হ্যালো বললো। কিন্তু ওপাশ থেকে কোনো জবাব এল না।

ছোটকাকু টেলিফোনের রিসিভার লোকটির হাতে ফেরত দিলো। চিঠিটা কোথায়? লোকটি ড্রয়ার থেকে একটা কাগজ বের করে দিল। আবার সেই কম্পোজ করা চিঠি। লেখা- ঠিক দশটায় আপনাদের আসার কথা ছিল। কথা রাখতে পারেননি। আবার কখন দেখা হবে একটু পর জানাচ্ছি। ছোটকাকু কাউন্টারের লোকটির দিকে তাকালো।

এই চিঠিটা কে দিয়ে গেছে?

আমি জানি না।

জানেন না মানে? চিঠি দিলেন আপনি, আর এখন বলছেন জানেন না।

শরীফ সিঙ্গাপুরী একটু রাগ করেই বললো। ছোটকাকু বললো,

আপনি উত্তেজিত হবেন না।

আমি কথা বলছি।

আপনি চিঠি কোথায় পেলেন?

আমি পাইনি। ফোনে ভদ্রলোক চিঠিটা দিতে বললেন আমাকে। এরপর ছোটকাকু আস্তে আস্তে লোকটির সঙ্গে কি যেন কথা বলল! তারপর আমাদের দিকে ফিরে বলল,

আমাদের এখনই হোটেলে ফিরে যেতে হবে।

আমি অবাক। কিন্তু মোটেও সেটা চেহারায় প্রকাশ করলাম না। বেরিয়ে গিয়ে মাইক্রোবাসে উঠলাম।

ড্রাইভারকে বললাম হোটেলের দিকে যেতে। ইতিমধ্যে বৃষ্টি কমে এসেছে। কিন্তু আকাশের মেঘলা ভাবটা কমেনি। গাড়ি নিয়ে একটু সামনে গিয়েছি। অমনি চোখে পড়ল সেই স্টেশন ওয়াগনটা। পেছনের সিটে বসে আছে পল। ছোটকাকু বলল,

হোটেলের দিকে নয়, ঐ গাড়িটার পেছনে চলো।

গাড়িটা তো কুষ্টিয়া থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। ড্রাইভার বলল।

তুমি পেছন ছেড়ো না।

একটু উত্তেজনা অনুভব হচ্ছে। হঠাৎ ছোটাকাকু হোটেলের রাস্তা বাদ দিয়ে পরের গাড়িকে অনুসরণ করতে বলছে কেন? ইতিমধ্যে ছোটকাকু মোবাইলে কয়েকবার তার বন্ধুর সঙ্গে কথা বলেছে। সেখান থেকেও একই রকম কথা আসছে। সাবের চৌধুরীকে কেউ খুঁজে পাচ্ছে না। আমাদেরও একই অবস্থা। এতোক্ষণে ছোটকাকু মুখ খুলেছে। তার বন্ধুর ভাই সাবের চৌধুরী অনেক দিন বিদেশে ছিলেন। দেশে ফিরে কুষ্টিয়া বেড়াতে এসেছে। কুষ্টিয়ায় বেড়াতে আসার একটা বড় কারণ- ভদ্রলোকের একটা থিসিস। তিনি থিসিস করছেন, কুষ্টিয়ার সাধক কবি, গীতিকার লালন ফকির। আমেরিকায় বসে একজন লালনের ওপর থিসিস করছে খবরটা ছোটকাকু ও আমার জন্য খুবই আনন্দের। কিন্তু ভদ্রলোক কুষ্টিয়াতে আসার পর কিছুক্ষণ বড় ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। তারপর আর যোগাযোগ করছেন না।

ছোটকাকু আসার আগে বড় ভাই আরও একজনকে কুষ্টিয়ায় পাঠিয়েছিলেন সাবের চৌধুরীকে খোঁজার জন্য। কিন্তু তিনিও ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছেন। তবে একটা অদ্ভুত ব্যাপার তিনি বলেছেন- সাবের চৌধুরীকে তিনি পাননি। কিন্তু নানা জায়গায় সাবের চৌধুরী এসেছেন। তার প্রমাণ পেয়েছেন। এই ব্যাপারটা অবশ্য আমাদের ক্ষেত্রেও হয়েছে। আমরা সাবের চৌধুরীকে পাইনি। কিন্তু সাবের চৌধুরীর একটা চিঠি গতকাল রাতে পেয়েছে। আজ সকালেও যে কবীর হোটেলে গিয়েছিলাম সেখানেও গেটে টের পেয়েছি সাবের চৌধুরী এসেছিলেন। কারণ ছোটকাকু হোটেল কাউন্টারের লোকটিকে জিজ্ঞেস করে জানতে পেরেছিলেন, যে সময় আমরা গিয়েছিলাম ঐ সময় লোকটার ডিউটি ছিল না। ডিউটি করার কথা ছিল আরেকজনের। সে হঠাৎ অসুস্থ হওয়ায় ঐ লোকটিকে ডিউটিতে আসতে হয়েছিল। এই জন্য লোকটি আমাদেরকে চিঠি দেয়ার কথা জানতো না। এর থেকে অবশ্য ছোটকাকু একটা কারণ খুঁজে বললেন,

এই ঘটনায় কি তোমার মনে হয় সত্যি সত্যি সাবের চৌধুরী নিজেই এসব ব্যাপার করছে।

আমি বললাম,

একদমই মনে হয় না।

কারণ যদি রাতের লোকটি হোটেলে এই সময় ডিউটিতে থাকত তাহলে তো সে এমনিতে চিঠি দিয়ে যেত। আমরা মনে করতাম, সাবের চৌধুরী জরুরি কাজে এখানে এসে চলে গেছে। কিন্তু এখন, ব্যাপারটা একেবারেই অন্যরকম। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, কেউ সাবের চৌধুরীর নাম ব্যবহার করছে। বোঝাতে চাচ্ছেন, সাবের চৌধুরী এই ছিল, এই নেই। আমার কথা শুনে শরীফ সিঙ্গাপুরী বললেন,

আমার মনে হয়- সাবের চৌধুরী এখন সিঙ্গাপুরে। কেউ খামাখা কুষ্টিয়ার কথা বলছে।

রাখেন আপনার সিঙ্গাপুরের কথা। ঐ দেখুন পল সাহেব গাড়ি থেকে নামছেন।

আমরা মাইক্রোবাসটা নিয়ে একটু পাশে দাঁড়াই। পল সাহেব গাড়ি থেকে হেঁটে যাচ্ছে সামনের দিকে।

এদিকটায় একটুও বৃষ্টি নেই। পল হেঁটে কোথায় যাচ্ছে? ছোটকাকুকে বললাম, নেমে ফলো করব?

আরো পরে। অপেক্ষা করো।

এখানে অপেক্ষা করলে মশার কামড় খেতে হবে।

শরীফ সিঙ্গাপুরী বলল,

মশার কামড় না খেয়েই যদি নেমে যান তাহলে পলের ঘুষি খেতে হবে।

শরীফ সিঙ্গাপুরী অসহায়ের মতো গাড়িতে বসে রইলেন। ছোটকাকু ফোনে কথা শেষ করে বললেন,

যা ভেবেছিলাম তাই। হোটেলে আরেকটি চিঠি এসেছে। সাবের চৌধুরী নতুন সময় দিয়েছেন। কুষ্টিয়ার একটু বাইরে একটি জায়গায়। জায়গার নাম অভয়নগর।

শরীফ সিঙ্গাপুরী জানলার দিকে মন খারাপ করে বসে ছিলেন। কিন্তু আমাদের সব কথাই শুনছিলেন। কারণ ছোটকাকুর কথা শেষ হতেই তিনি বললেন,

-আমরা কিন্তু অভয়নগরেই আছি।

ছোটকাকু জানলার বাইরে তাকালেন। যদিও সন্ধ্যা হয়ে আসছে। তবে 'অভয়নগর' লেখাটা মাইলপোস্টে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে।

ছোটকাকু, সব অবাক করার কান্ড ঘটছে।

তিনি বললেন,

গাড়িটা ঘোরাও। হোটেলের দিকে চলো।

গাড়ি আবার ঘুরল। হোটেলের দিকে। আমি বুঝতেই পারছি না কেন আমরা হোটেলের দিকে যাচ্ছি।

ছোটকাকুর উপরে কোনো কথা নয়। দেখি কি হয়!

ছয়

চান তারা হোটেলে লবি বলে কিছু ছিল না। কিন্তু আমাদের কামরার সামনে খোলা জায়গায় আমরা বেশ কিছু লোক বসে থাকায় এটাকেই লবি বলে মনে হচ্ছে। আমরা তিনজন ছাড়াও আরও দুজন লোক আমাদের সঙ্গে বসে আছেন। একজন সাবের চৌধুরী। একটু আগে ছোটকাকু যার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করে দিয়েছেন। আরেকজন পল সাহেব। আরও দুটো চেয়ার খালি রয়েছে। সেখানে এসে বসবেন কুষ্টিয়ার সদর থানার ওসি।

গতকাল রাতে আমার ঘুম ভাঙে ছোটকাকুর টেলিফোনে। ছোটকাকু ফোনে বললেন,

হোটেলের পিছনে পলের যে গাড়িটা রাখা আছে সেই গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে আসতে হবে। বিকেলে অভয় নগরে যে জায়গায় গিয়েছিলাম সেই জায়গায়। ঘড়িতে তাকিয়ে দেখি রাত তিনটা। বললাম,

ছোটকাকু তুমি কোথায়?

অতো কথার দরকার নেই। তুমি এখনই চলে আসো।

এই বলে ছোটকাকু ফোন কেটে দিলেন। ফোনে দেখলাম, গত বিশ মিনিটে ছোটকাকুর আরও দুটো মিসকল রয়েছে। কি অদ্ভুত কথা। আমি জানি ছোটকাকু জানেন আমি অনেক ধরনের তালা খুলতে পারি। সুতরাং গাড়ি খুলে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া খুব কঠিন ব্যাপার নয় আমার জন্য। কিন্তু পথ চিনে অভয় নগর যাবো কি করে?

শরীফ সিঙ্গাপুরীকে কি সঙ্গে নেব? ভাবতে ভাবতেই তৈরি হয়ে নিলাম, সাথের ব্যাগ থেকে কিছু জিনিস নেব। নিতে গিয়েই মনে হলো, শরীফ সিঙ্গাপুরীর পকেটে একটা 'এইট-ইন-ওয়ান' থাকে। সেটা পেলে গাড়িটা খোলা সহজ হবে। বাইরে বেরিয়ে শরীফ সিঙ্গাপুরীর ঘরের দরজায় টোকা দিলাম। দরজা খোলা। সে কী! এতো রাতে শরীফ সিঙ্গাপুরী গেল কোথায়?

কিন্তু আমার সেটা ভাবার সময় নেই। কারণ এর মধ্যে কাকুকে ফোন করেছি। ছোটকাকু আর ফোন ধরছে না। আমি হোটেল থেকে বেরিয়ে পেছনের মাঠে গেলাম। ভেবেছিলাম, গাড়ির সামনে কোনো দারোয়ান থাকবে। কিন্তু কেউ নেই। ভাবলাম, বোধহয় আশপাশে কোথায় গেছে। ভাগ্য ভালো ভেবে গাড়ির দরজায় হাত দিলাম। ভাগ্য এতো ভালো হবে ভাবিনি। কারণ গাড়ির দরজাটা খোলা। অনুমান করলাম, পল সাহবে কোনো কারণে দরজাটা লাগাতে ভুলে গেছেন। কিংবা পুরনো স্টেশন ওয়াগনের দরজাই হয়তো লাগে না।

গাড়ি চালাচ্ছি। কুষ্টিয়া শহরের মাইলপোস্টগুলো রাতের অন্ধকারেও বেশ ভালোভাবে পড়া যাচ্ছে। মনে মনে ভাবছি, শরীফ সিঙ্গাপুরী কোথায় গেল। আর ছোটকাকুই বা এতো রাতে কেন ডাকলো। এরই মধ্যে মোবাইলটা আবার বেজে উঠলো। ছোটকাকুর নাম্বার। ফোনটা ধরলাম। বিকেলে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম তার সামনে একটা বড় পাকুড়গাছ আছে। সেখানে গাড়ির হেডলাইট বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকবে। আর গাড়ির পেছনের সিটে আমার ব্রাউন কোটটা রয়েছে। সেটা গায়ে পরে ফেলো।

আবার লাইন কেটে গেল। কী অদ্ভুত কথা। পেছন ফিরে দেখলাম, সত্যি একটা ব্রাউন কোট রয়েছে। ছোটকাকু এতো কিছু কী করে জানছে! যাই হোক, ছোটকাকু যেভাবে বলবে সেভাবেই কাজ করতে হবে।

মাইলপোস্ট দেখে দেখে ঠিকই যেখানে গত বিকেলে ছিলাম, সেখানে গিয়ে পৌঁছলাম। সামনে পাকুড় গাছটা চোখে পড়লো। গাড়িটা নিয়ে সেখানে দাঁড় করালাম। পেছন থেকে কোটটা সিটে বসেই নিলাম। কোটটা পরছি, সেই সময় ঠক করে একটা আওয়াজ হলো। সে কী! গাড়রি বনেট কে খুলছে! তাকিয়ে দেখলাম, শরীফ সিঙ্গাপুরী গাড়ির পেছন থেকে নেমে ভোঁদৌড় দিল অন্ধকারে। সে কী কথা! তার মানে এতোক্ষণ গাড়ির পেছনের বনেটে লুকিয়ে ছিলো। কিন্তু কেন? প্রথমে ভাবলাম, আমিও পেছনে দৌড়াবো কি না! পরে মনে হলো, গাড়িতে ব্রাউন কোর্ট পরে কাকু বসে থাকতে বলেছে। সুতরাং গাড়ি ছেড়ে বের হলাম না- মনে হাজারটা প্রশ্ন! আবার ফোন বাজলো। ছোটকাকুর গলা। তোমার গাড়িতে একজন লোক উঠবে। সোজা তাকে নিয়ে পৌঁছাবে চানতারা হোটেলে। পথে কোনো কথা বলবে না।

গাড়ির দিকে তাকিয়ে আছি। অন্ধকারেও বুঝতে পারছি- একজন লোক এগিয়ে আসছে গাড়ির দিকে। ঢাকায় আকাশে আমরা চাঁদের আলো দেখতে পাই না। কিন্তু মফস্বলের এই নিকষ কালো অন্ধকারেও বেশ টের পাচ্ছি চাঁদের আলোর অস্তিত্ব। আকাশে বিকেল থেকেই মেঘ ছিল। শুধু রাতে একদম মেঘ নেই এই মুহূর্তে। চাঁদের আলোয় দেখতে পাচ্ছি- যে ভদ্রলোক এগিয়ে আসছে, তার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। কিন্তু ভদ্রলোককে প্রচন্ড ভীতসন্ত্রস্ত মনে হচ্ছে। তিনি গাড়ির পেছনের সিটে উঠে বললেন, পল তাড়াতাড়ি চলো। আমি গাড়ি টান দিয়েছি, ততোক্ষণে হোটেল চানতারার দিকে।

ভদ্রলোকের মুখে পল ডাক শুনে আমার কাছে অনেক কিছু স্পষ্ট হয়ে গেল। এখন মনে হচ্ছে, বিকেল বেলা পল যখন গাড়ি চালাচ্ছিল তখন গাড়ির পেছনে ব্রাউন কালারের কোট ছিল। ছোটকাকু সেটা দেখেছিলো। তাই ছোটকাকু বলেছিলো, কোটটা পরতে। কারণ আমাকে তখন যেন 'পল' বলে মনে হয়। গাড়ি ছুটছে। কিন্তু ভদ্রলোকের ভয়ের ভাব তখনও কমেনি।

ভয় আমিও একটু পেয়ে গেলাম। কারণ আমার স্টেশন ওয়াগনটার পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল ভাড়া করা মাইক্রোবাসটা। আর দেখতেও ভুল করলাম না, বাসের সিটে বসে আছে ছোটকাকু আর শরীফ সিঙ্গাপুরী। মনে অনেক ভাবনা, তার পরও স্টেশন ওয়াগন নিয়ে পৌঁছে গেলাম হোটেল চানতারার সামনে। সেখান ছোটকাকু আর শরীফ সিঙ্গাপুরী প্রায় চ্যাংদোলা করে আমার গাড়িতে আনা ভদ্রলোককে হোটেলের ভেতরে নিয়ে গেলো।

তারপর ভদ্রলোককে নিয়ে পলের দরজায় নক করা হলো। পল ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করল, কে?

আমি সাবের চৌধুরী।

চমকে উঠলাম আমি। তাহলে এই সাবের চৌধুরী! পল দরজা খুলে বলল,

আপনি এতো রাতে?

বাকি কথা আর শেষ হলো না। ছোটকাকুর একটা ঘুষি পড়লো সজোরে পলের মুখে, শরীফ সিঙ্গাপুরী আরেকটা ঘুষি মারল। সেও ছাড়লো না।

ইতিমধ্যে তালপাতার সেপাই অনেকগুলো চেয়ার নিয়ে এসেছে। রুমের সামনে সবাই বসলাম। ছোটকাকুর কাছ থেকে জানলাম, বিকেল বেলা পলকে অভয়নগরে যেতে দেখে আর টেলিফোনে ছোটকাকু যখন জানতে পারলো হোটেলে একটা চিঠি আছে, পলকে অভয়নগরে যাওয়ার জন্য, তখন ছোটকাকু বুঝতে পারে সাবের চৌধুরী একটা খেলা খেলবে। সে বোঝাতে চাচ্ছে, নানান জায়গায়

সাবের চৌধুরী নামে কেউ যাচ্ছে। কথা বলছে। কিন্তু আসল সাবের চৌধুরী সেটা জানে না। সাবের চৌধুরীকে কথাটা বলতেই তিনি বললেন, ঠিক তাই। পলকে তিনি ভাড়া করেছেন ওই কারণে। পল নানা জায়গায় নানা রকম কান্ড করে বোঝানোর চেষ্টা করেছে- সাবের চৌধুরী একটু আগে এই জায়গায় এসেছিল। অর্থাৎ সাবের চৌধুরীর নামে কেউ কিছু করার চেষ্টা করছে। এর কারণ, আসল সাবের চৌধুরী যেহেতু লালন নিয়ে গবেষণা করছেন, সেহেতু কুষ্টিয়ায় লালন শাহের মাজার থেকে দামি একটা কিছু চুরি করে নিয়ে যাওয়ার ষড়যন্ত্র করছিলেন। জিনিসটা চুরি করে নিয়ে গেলে সব দোষ পড়তো নকল সাবের চৌধুরীর কাছে। আর পল যেহেতু সাদা চামড়ার মানুষ, তাকে কেউ সন্দেহ করতো না। কিন্তু ছোটকাকুর বুদ্ধির কাছে সাবের চৌধুরীর দুষ্ট বুদ্ধি কোনো কাজেই লাগল না। ছোটকাকু এই জন্য কুষ্টিয়া সদর থানার ওদিকে এখানে আসতে বলেছে, কাকুই ঠিক করবে, পল আর সাবের চৌধুরী কতোটা দোষ করেছে।

পল আর সাবের চৌধুরীর ব্যাপার না হয় মীমাংসা হলো। কিন্তু শরীফ সিঙ্গাপুরীর ব্যাপারটা এখন আমার কাছে অস্পষ্ট। কাকুকে সেটা জিজ্ঞেস করতেই বললো,

রাতের বেলা তোকে ফোনে না পেয়ে শরীফ সিঙ্গাপুরীকে বললাম তার 'এইট ইন ওয়ান' নিয়ে সাদা স্টেশন ওয়াগনটা খুলতে। শরীফ সিঙ্গাপুরী তার সিঙ্গাপুর থেকে আনা এইট ইন ওয়ান- এই এইট ইন ওয়ান হলো পাতলা একটা সিগারেট কেসের মতো বাক্সে ছুরি, কাঁচি, স্ক্রু-ড্রাইভার- এরকম আটটা জিনিস লুকিয়ে রাখতে পারে। এই এইট ইন ওয়ান নিয়ে শরীফ সিঙ্গাপুরী গাড়িটা ঠিকই খুলে দিল। আর পাহারা দেয়া দারোয়ানটাকেও টাকা দিয়ে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু সিঙ্গাপুরের শরীফ সাহেব অনেক জিনিসই শিখেছেন, অনেক কিছু বলেছেন। কিন্তু একটা জিনিস তিনি বলতে ভুলে গিয়েছিলেন যে, তিনি গাড়ি চালাতে শেখেননি। ভাগ্যিস শরীফ চাকলাদার গাড়ি চালাতে শেখেননি। তাই ছোটকাকু শেষ পর্যন্ত আমাকে ঘুম থেকে উঠাতে বাধ্য হয়েছিলেন।

অলংকরণ : **ধ্রুব এষ**